দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 12 JUN 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা কিছু বলুন

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ড এইচএসসি পরীক্ষা সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছে এই বিজ্ঞপ্তিতে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য ৭টি দফা নির্দেশ প্রণয়ন করা হয়েছে। কামনা করা হয়েছে ছাত্র–শিক্ষক–অভিভাবকসহ সর্বস্তরের জনগণের সহোযোগিতা। চারটি বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ১৭ জুন।

বোর্ডের এই ৭–দফা নিয়ে ইতিমধ্যে কিছু কথাবার্তা হয়েছে। শিক্ষকরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কোন কোন এলাকার শিক্ষকেরা এবার পরীক্ষার কেন্দ্রে পরিদর্শক কিংবা তত্ত্বা–বধায়কের দায়িত্ব পালনে গররাজি হয়েছেন। খবরাখবরে মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত হয়ত পরিদর্শক ও তত্ত্বাবধায়কের অভাব ঘটে যেতে পারে।

তাহলে দেখা যাক এই চারটি বোর্ডের ৭–দফার শর্ত কি?

আমার মতে এই ৭–দফার শেষ তিনটি দফা নিয়ে মতানৈক্যের কোন অবকাশ নেই। এই তিনটি দফায় পরীক্ষা কেন্দ্রে পুলিশ প্রহরা, শান্তি–শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নকল করলে ছাত্র–ছাত্রীদের চার বছর পর্যন্ত বহিষ্কারের বিধানের কথা বলা হয়েছে এ ধরনের কথা বরাবরই বলা হয়ে থাকে। এ নিয়ে কোনদিন বিতর্কও দেখা দেয়নি।

বিতর্ক দেখা দিয়েছে তিন নম্বরের দফা নিয়ে। ৩য় দফায় বলা হয়েছে–কেন্দ্র ও কলেজ কর্তৃপক্ষ, কলেজের শিক্ষক–শিক্ষিকা বা অন্য যে কোন ব্যক্তির কারণে পরীক্ষা পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হলে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চাকরি–চ্যুতি, সরকারী অনুদান বন্ধ এবং কলেজের স্বীকৃতি বাতিল করা যেতে পারে।

সত্যি সত্যি এই দফাটি কিছুটা গোলামেলে নয় কি। কলেজের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কোন কারণে বিঘ্ন সৃষ্টি হলে কলেজের অনুদান বন্ধ এবং স্বীকৃতি বাতিল যথার্থ কি? পরীক্ষার সময় কলেজের আইন–শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ থাকছে। শিক্ষা বোর্ড গঠিত ভিজিলেন্স টিম থাকছে। কলেজ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি থাকছে। এর পরেও বহিরাগত কেউ গন্ডগোল সৃষ্টি করলে কলেজের স্বীকৃতি বাতিলের শর্ত আদৌ স্বাভাবিক কি? আমার তো মনে হয় এ দফাটি পুনঃবিবেচনার দাবী রাখে। কারণ দুই নম্বর দফায় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও শাস্তি বিধানের কথা বলা হয়েছে। দুই নম্বর দফায় বলা হয়েছে, পরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষক–শিক্ষিকা, কর্মকর্তা–কর্মচারী–দের কর্তব্যে অবহেলার জন্য চাকরিচ্যুতি, সরকারী অনুদান বন্ধ ও কলেজের স্বীকৃতি বাতিলসহ কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এর পরেও ৩য় দফার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কি? যতদুর জানা গেছে, এই দ্বিতীয় দফা নিয়েই শিক্ষকেরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এ দফায় তাদের মর্যাদার উপর কাটাক্ষ করা হয়েছে। সততা স্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হযেছে। শিক্ষক–দের বক্তব্য হচ্ছে–অতীতের কোন ঘটনার জের টেনে সমগ্র শিক্ষক সমাজকে কাঠগোড়ায় দাঁড় করান শোভন, সংগত বা বাঞ্ছনীয় নয়। এর পক্ষে তিন নম্বর দফা গোদের উপর বিষফোড়ার মত নয় কি?

চারটি বোর্ডের এই ৭–দফার চতুর্থ দফা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে একেবার ভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে। চতুর্থ দফায় বলা হয়েছে, কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে যে কলেজের ছাত্র–ছাত্রী পরীক্ষা দেবে সে কলেজের কোন শিক্ষক–শিক্ষিকা সে কেন্দ্রে পরিদর্শক বা তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

এ দফাটি শুনতে ভাল। কিন্তু আদৌ বাস্তব–সম্মত কি? আমার নিজের কথাই বলি। আমার থানা কোটালীপাড়া। এ থানায় দুটি কলেজ। দুটি কলেজের ছাত্র–ছাত্রীরা একটি কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয়। বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী এই কেন্দ্রে এই দুটি কলেজের শিক্ষক বা শিক্ষিকা পরিদর্শক বা তত্ত্বা–বধায়ক হতে পারবে না। নির্ধারিত কর্মকর্তা আসবে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত জেলা শহর গোপালগঞ্জ থেকে।

কিন্তু এ জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কে যোগাবে? গোপালগঞ্জের কর্মকর্তাদের দীর্ঘদিন ধরে কোটালী–পাড়া যাতায়াত ও অবস্থানের জন্য হাজার বিশেক টাকা প্রযোজন হবে। এ টাকার ব্যবস্থা বোর্ড কর্তৃ–পক্ষ করবেন না। করবেন না জেলা কর্তৃপক্ষ। শেষ পর্যন্ত এ খরচ বহন করতে হয় গরীব ছাত্র–ছাত্রী–দের। এ জন্যই নাকি পরীক্ষার প্রবেশপত্র নেবার আগে তাদের একটি বড় অংকের টাকা দিতে হবে। কর্তৃপক্ষ আদৌ এ প্রশ্নটি ভেবে দেখেছেন কি?

তবে টাকার কাহিনী এখানেই শেষ নয়। পরীক্ষা চলাকালে বোর্ডের ভিজিলেন্স টিম পরীক্ষা কেন্দ্রে থাকে। মাসাধিক কাল থাকে থানার পুলিশ। এদের প্রতিদিনের খরচ আছে। খাওয়া–দাওয়া আছে। বড় বড় কর্মকর্তাদের আপ্যায়ন আছে। এ জন্য প্রয়োজনীয় টাকার সংস্থানের দায়িত্ব বোর্ড কর্তৃপক্ষের নেই। তারা নির্দেশ এবং বিজ্ঞপ্তি দিয়েই খালাশ। ফলে বিপদে পড়তে হয় নির্দিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের।

এ ব্যাপারে সব মিলে প্রায় লাখখানেক টাকার হিসাব হয়। বোর্ডের পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য নেয়া ফি–এর টাকায় কোন কিছু হয় না। তাই শেষ পর্যন্ত সমস্ত টাকাই দিতে হয় ছাত্র–ছাত্রী এবং অভিভাবকদের। আর এ কারণেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার ফরম পূরণ ও ফি দাখিলের সময় হিসাবিহীন খাতে বাড়িতি টাকা নিতে হয়। টাকা নিতে হয় প্রবেশপত্র দেবার সময়। শুনতে হয় সকর মহলের সমালোচনা। আর বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে একেবারেই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন।

এ ব্যাপারে আমরা কম লেখালেখি করিনি। স্কুল, কলেজে বাড়তি ফি নেবার জন্য বার বার লেখালেখি করেছি। দেশের প্রায় সকল সংবাদপত্রে কঠোর মন্তব্য করা হয়েছে। জানতে চাওয়া হয়েছে শিক্ষা বোর্ডগুলির মতামত। তারা কোন কালেই কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। আশা করব এবার বোর্ড কর্তৃপক্ষ মুখ খুলবেন।

আমার জানার ইচ্ছা–এইচএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তাদের নির্দেশিত ৭–দফার। দুই নম্বর দফা শিক্ষকদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে বলে তারা মনে করেন কিনা। এর পরেও তিন নম্বর দফার কোন প্রাসঙ্গিকতা বা যৌক্তিকতা আছে কি? এ ব্যাপারে তাদের মতামত জানতে পারলে খুশী হব।

সর্বশেষ জানতে চাইব তাদের এত আয়োজন ও ব্যবস্থার অর্থের যোগান কে দেবে? কোথা থেকে এই টাকা আসবে? শেষ পর্যন্ত কি তাদের এই ব্যবস্থার শিকার হবে গরবীব ছাত্র–ছাত্রী ও অভি–ভাবক। এ ব্যাপারে দেশের বোর্ডসমূহের কর্মকর্তারা আদৌ কিছু বলবেন কি?

—নির্মল সেন